দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 12 JAN 1995 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

10

এসএসসি'র বাড়তি ফি

এ বছরের এসএসসি পরীক্ষা শুরু হবে ২০ এপ্রিল। এ খবর দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। এ খবরের সাথে একটি বাড়তি খবরও আছে অতিরিক্ত ফি গ্রহণ সম্পর্কে। খবরে বলা হয়েছে, বিভিন্ন মহল থেকে অতিরিক্ত ফি গ্রহণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। পরীক্ষার ফরম পূরণের সময় নাকি অনেক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিভিন্নখাতে অতিরিক্ত টাকা দাবি করে থাকে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবার এ ব্যাপারে কঠিন মনোভাব গ্রহণ করেছেন। এবং এ ধরনের ঘটনা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাতে বলা হয়েছে।

এ কথা সত্য যে শিক্ষা বোর্ড নির্ধারিত পরীক্ষার ফি'র কথা সকলেই জানে। কোন কোন বিদ্যালয়ে এর পরেও কোচিং না করে কোচিং-এর ফি দাবি করা হয়। ম্যাগাজিন বের না করে ম্যাগাজিনের ফি নেয়। খেলাধুলার কোন ব্যবস্থা না করে ঐ খাতেও টাকা নেয়। সবচেয়ে মজার ব্যাপার ঘটে পরীক্ষার্থীদের টেষ্ট পরীক্ষায় পাস-ফেল নিয়ে। টেষ্ট পরীক্ষায় যে যেমন ফল করে তাকে তেমনভাবে ফি-এর টাকা দিতে হয়। এই পরীক্ষায় পাসের ব্যাপারে আবার বিভাজন আছে। সব বিষয়ে পাস করলে 'প্রথম কলে' পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত হয়। এর পরে থাকে 'দ্বিতীয় কল' ও 'তৃতীয় কল' বা অনুরোধে ও উপরোধে পরীক্ষার জন্য ছাত্র/ছাত্রী নির্বাচন। পরীক্ষার ফিসের অংক নির্ধারিত হয় প্রথম কল পরবর্তী কলের ভিত্তিতে। প্রথম কলের পরবর্তী ছাত্র/ছাত্রীদের অতিরিক্ত টাকা দিতে হয় ফি দাখিলের সময়। এ ব্যাপারে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অজুহাত দিয়ে থাকেন যে এ সকল ছাত্র/ছাত্রী মেধাবী নয়, তাই তাদের অতিরিক্ত কোচিং-এর জন্য অতিরিক্ত টাকা প্রয়োজন। যদিও অতিরিক্ত টাকা নিয়েও অতিরিক্ত কোচিং বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ করেন না।

তবে অতিরিক্ত ফি নেবার সবচেয়ে বড় খাত হচ্ছে পরীক্ষা কেন্দ্রের ব্যয়। এখাতের জন্য তেমন কোন বরাদ্দ নেই। বোর্ডের নির্ধারিত টাকার অংকের পরীক্ষা কেন্দ্রের জন্য নির্ধারিত ফি না কি একান্তই অপ্রতুল। এ নিয়ে পত্র-পত্রিকায় লেখা-লেখি হয়েছে। বোর্ড কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে কিন্তু পরিস্থিতির না কি কোনও হেরফের হয়নি।

বিভিন্ন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এ বক্তব্য কতটুকু সত্য তা বোর্ড কর্তৃপক্ষের জানার কথা। আমাদের শুধু মনে হয় যে দীর্ঘদিনের বাড়তি টাকা নেবার এই ঐতিহ্যের অবসান ঘটাতে হলে শুধুমাত্র পত্র-পত্রিকায় নির্দেশ দিলে কিছু হবে না। এ ব্যাপারে পুংখানুপুংখভাবে খবরাখবর নিতে হবে।